বিশেষ ক্রোড়পত্র শুক্রবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

তথ্যপ্রাপ্তি মানুষের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার। তথ্য জানার অধিকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানস্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আইনসমূহ সহজবোধ্য ও জনবান্ধব করে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে জনগণ দেশের আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাচ্ছেন– যা মুক্ত সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন: টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন' যা অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি। জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েই সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে এবং এ আইন বাস্তবায়নে গঠন করেছে তথ্য কমিশন। তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে এ আইন ও তার বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সাধারণ জনগণের সম্যক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য কমিশন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবে– এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

নানা চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ জনগণকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম আরো স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে– এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৮' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রায় তথ্য অধিকার

সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদে Freedom of Information এবং ১৯৪৮ সালে Declaration of Human Rights-এ তথ্যের অধিকার স্বীকৃত হলেও ব্রিটিশ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জনগণকে শাসন করার আইনকানুন, বিধিব্যবস্থা চিরকালই ছিল জটিল, গোপনীয়, ম্যাজিস্ট্রেট-আইনজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের দখলীয় বিষয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচিও ছিল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শহরকেন্দ্রিক মানুষের জন্য। অব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তের কারণে প্রশাসন ছিল জনবিমুখ। রাষ্ট্রের সম্পদের অপচয় ও বণ্টনে ছিল অসমতা।

জনগণকে ক্ষমতায়নের সাংবিধানিক নির্দেশনা এবং শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামের ফসল হিসেবে আসে এদেশের স্বাধীনতা, 'জনগণই রাষ্ট্রের মালিক' স্বীকৃত হয় সংবিধানে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সোনার বাংলা গড়ার মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার।

মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন : টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে সারাদেশে এ বছর ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে রূপকল্প, ২০২১ কে কেন্দ্র করে সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা অনুসরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করেছে। জনগণকে দেয়া সেবা সহজ করার জন্য বর্তমানে প্রচলিত ১১৩২টি আইনের মধ্যে গত ১০ বছরে ৪২৭টি আইন এবং ৩৭টি অধ্যাদেশ সহজবোধ্য যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্ত সমাজ গঠনের এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও সহজসাধ্য করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ব্যাপক চর্চা। এই আইনের ৬ ধারায় কর্তৃপক্ষের জন্য স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে সহজ করা হয়েছে। এ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর নেতৃত্বে আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে। এছাড়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটিও কাজ করে যাচ্ছে। সকল কর্তৃপক্ষকে গোপনীয়তার সংস্কৃতির বলয় থেকে বের করে এনে মুক্ত সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এই আইনের ব্যাপক চর্চা অপরিহার্য।

তথ্য কমিশন এবং মাঠ প্রশাসনের মনিটরিং কমিটিগুলোকে সঞ্চালকের কাজটি ভালোভাবে করার জন্য তথ্য সরবরাহকারী সকল কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবহারকারীদের একই ট্র্যাকে তুলে আনতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া এবং তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন তখনই হবে যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৮ জনগণের তথ্য অধিকার চর্চা বৃদ্ধি করে প্রশাসনের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরো কার্যকর অবদান রাখবে– সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

মুক্ত সমাজের উত্তম আইন : টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৯ বছর

নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মালিকানা এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা কতিপয় বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র (UDHR) এবং জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ (ICCPR)-এ বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। ফলে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দলিলের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করে জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইনটি প্রণীত হয়েছে যা বাংলাদেশে হাজারো আইনের মধ্যে একটি যুগান্তকারী আইন। আমরা জানি, জ্ঞানই শক্তি ও সঠিক তথ্য হচ্ছে বিশ্লেষণের ভিত্তি। তাই আজকাল বলা হয়– তথ্যই শক্তি। জ্ঞান ও তথ্য মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নতুন নতুন তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্যের আদান-প্রদান অর্থনীতি ও সমাজ রূপান্তরের শক্তি রাখে। এই পটভূমিতে তথ্য অধিকার আইন জারির পর প্রথম ৯ বছরে এর বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই করে UNESCO কর্তৃক নির্ধারিত Theme-এর সাথে সংগতি রেখে 'মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন: টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন'– এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই প্রবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১. প্রতিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ: তথ্য কমিশনের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে গত ৯ বছর সমাপ্তিতে তথা ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যায়ে মোট ৩১,৮৫১ জন (যার মধ্যে ২৪,৯৫৭ জন সরকারি ও স্থানীয় সরকারে কর্মরত কর্মচারী এবং ৭২১টি এনজিওতে কর্মরত ৬,৮৯৪ জন কর্মচারীকে) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। গত ৯ বছরে সারাদেশের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তা, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং সাংবাদিকসহ মোট ৩২,৭৮৫ জনকে তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার ওপর তথ্য কমিশন ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে– যার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ২৭,৯৮৬ জন অর্থাৎ প্রায় ৮৫%। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বেসরকারি সংগঠন এমআরডিআই-এর সহযোগিতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫,৭৭৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছেন।

২. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহকৃত তথ্য ও প্রত্যাখ্যাত আবেদনের অবস্থা: তথ্য কমিশন গঠনের পর গত ৯ বছরে মোট ৯০,৫৭৯টি তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন সারাদেশে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হয়েছে। প্রাপ্ত মোট আবেদনের বিপরীতে ৩,৩৫৪টি আবেদন বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যার পরিমাণ গড়ে ৩.৭০%। প্রায় ১৭ কোটি জনগোষ্ঠীসম্পন্ন দেশে গত ৯ বছরে ৯০,৫৭৯টি আবেদন অত্যন্ত কম, যা প্রায় ০.০৫৩%। এ থেকে বোঝা যায় যে, জনগণ এখন পর্যন্ত তাদের অধিকার আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার এই আইনটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তবে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে আবেদনের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. আপিল আবেদন ও নিষ্পত্তি: গত ৯ বছরে মোট ৯০,৫৭৯টি আবেদনের মধ্যে ২,৭৩২টি আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং তা থেকে ৮৪৭টি আপিল আবেদন দায়ের ও নিষ্পত্তি হয়েছে, যা সর্বমোট আবেদনের তুলনায় ০.৯৩% এবং প্রত্যাখ্যাত আবেদনের তুলনায় ৩১% আপিল দায়ের হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫% বেশি। উপর্যুক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, জনগণ ধীরে ধীরে তথ্য অধিকার আইন গভীরভাবে ব্যবহারের দিকে এগিয়ে আসছেন।

৪. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির অবস্থা: তথ্য কমিশন গঠনের পর থেকে ২০১৭ সালে ৫৩০টি সহ মোট ২,২১২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পরীক্ষান্তে ১,৪৩১টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৩টি অভিযোগের বিষয়ে রিট মামলা বিচারাধীন থাকায় এবং ২৩টি অভিযোগ বিভিন্ন কারণে স্থগিত থাকায় অন্য ১,৩৯৫টি অভিযোগ শুনানি শেষে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যান্য ৭৮১টি অভিযোগ সরাসরি তথ্য প্রদানের আদেশ বা পরিলক্ষিত ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনকল্পে পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মোট ১,৩৯৫টি অভিযোগের মধ্যে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৪৪টি অভিযোগের (৩.১৫%) ক্ষেত্রে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম: তথ্য কমিশন কর্তৃক গত ৯ বছরে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরে এবং ৪৫টি জেলার ৩৬০টি উপজেলা সদরে জন-অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে স্ক্রল প্রচার করা হচ্ছে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট গড়ে দৈনিক ১১৫ জন কর্তৃক ভিজিট করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৭ সালে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলা পর্যায়ে জন-অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন করাসহ প্রচারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অবস্থা: তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারায় প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের তথ্যাদির বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করবে মর্মে বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর তথ্যাদি ও উপকারভোগীদের তালিকা, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি, যেমন– চুক্তিপত্র, চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তিমূল্য, চুক্তির মেয়াদকাল, কর্তৃপক্ষের বাজেট, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, প্রকল্পের প্রস্তাবিত বা অনুমোদিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় ইত্যাদি স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হলে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের ওপর জনগণের আস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।

৭. সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার: তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিকগণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছেন এবং তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতা অনুধাবন করে তা ব্যবহারে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছেন। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন অপব্যবহারের বিষয়টিও কমিশনে শুনানিকালে পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট তথা Sustainable Development Goals কে দাপ্তরিকভাবে 'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development' হিসেবে উল্লেখ করে এতে ১৭টি বিশ্বজনীন অভীষ্ট নির্ধারণ করে ১৬৯টি সূচক স্থির করে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে Resolution A/RES/66/288 গৃহীত হয়েছে। এটি ২০১৫ সাল পর্যন্ত গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জন-পরবর্তী বিশ্বকে আমরা ভবিষ্যতে কীভাবে দেখতে চাই তারই একটি বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্বশান্তি জোরদারকরণ এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো, শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শিল্প পণ্যসামগ্রী উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ, আর এগুলোই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরুদায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হলো– 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়' (No one will be left behind) নীতি অনুসরণ। এই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি টার্গেট অর্জনের ক্ষেত্রেই তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১৬.১০.২ লক্ষ্যটি তথ্য অধিকার সংক্রান্ত, যা নিম্নরূপ:

- SDG 16.10.2. Ensure public access to information and protect fundamental freedoms in accordance with national legislation and international agreements.
- এই লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন জারি করার মাধ্যমে Legal Framework তৈরি করা হয়েছে এবং ৯ বছর যাবৎ তা অনুসরণ ও ব্যবহারের ফলে অবাধ তথ্য প্রবাহের কাজ এগিয়ে চলেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনকল্পে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) সম্পাদন করেছে, যা তাদের প্রতিনিয়ত তাগিদ দেবে লক্ষ্য অর্জনে। এই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি টার্গেট অর্জনের ক্ষেত্রেই তথ্য অধিকার আইন জনগণকে অবাধ তথ্যপ্রাপ্তির যে অধিকার দিয়েছে তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। তাছাড়া নাগরিক সনদ তথা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy), অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (Grievance Redress System) এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গণশুনানির ব্যবস্থা ইত্যাদি এসব লক্ষ্য অর্জনে কর্তৃপক্ষগুলোকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আশা করা যায়, ২০৩০ সালের মধ্যে তথ্য কমিশন এদেশের একটি অন্যতম Watchdog Institution হিসেবে গড়ে উঠবে এবং উন্নয়ন, সেবা প্রদান, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা ও সুষম বণ্টন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত, শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধনপূর্বক অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপাদানগুলো ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

৯. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ: বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এমআরডিআই, ডিনেট, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, টিআইবি, বিএনএনআরসি, এফএনএফ, নিজেরা করি, ব্র্যাক, দিশাসহ কতিপয় বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সকল বেসরকারি সংস্থা তথ্যের আবেদন, আপিল ও অভিযোগ দাখিলে জনগণকে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

১০. পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও সুপারিশ: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকালে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে জনগণের তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতার অভাব; প্রচারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের অভাব; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি প্রদর্শন না করার প্রবণতা; আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সমস্যা; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণ না করা, বিরক্তি প্রকাশ ও মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান করা; তথ্য সরবরাহের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ চাওয়া; তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী করণীয় সম্পাদনে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্মকাণ্ড সম্পাদনে অসুবিধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ সমাধানপূর্বক তথ্য গোপন রাখার মানসিকতা পরিহার করে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃক একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে জনগণ সহজেই তথ্যের জন্য আবেদন করে তথ্য পেতে পারেন।

উপসংহার: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি মূলত এই আইন ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের বেশকিছু অগ্রগতি ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। তথ্য সরবরাহকারীর পক্ষে দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তথ্যের চাহিদাকারী পক্ষ তথা জনগণের বিশাল অংশ এখন পর্যন্ত এই আইনের বিধান সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে পারেননি। চাহিদাকারী পক্ষের আরো সচেতনতা প্রয়োজন। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে অবাধে প্রাপ্ত তথ্য টেকসই উন্নয়ন অর্জনকল্পে ব্যবহার করে প্রকৃত অর্থেই 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলবে– এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন: টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন'। দিবসটি পালনে তথ্য কমিশনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। জনগণের এ অধিকারকে সম্মান দিয়ে আমরা নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করি। এ আইনের আওতায় আমাদের সরকার তথ্য কমিশন গঠন করেছে। ফলে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। আমি আশা করি, এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরো বিস্তৃত করতে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২২টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। ফলে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর ফলে গণমানুষের কাছে সংসদের কার্যক্রম সরাসরি পৌঁছানো অত্যন্ত সহজ হয়েছে, এর ফলে মানুষ যেমন জানতে পারছে তেমনি প্রশাসনেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়েছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি। এতে নির্ভুল তথ্যপ্রাপ্তি আরো দ্রুততর হবে। সরকারের সকল তথ্য সুযোগ-সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং ৮,৫০০টি পোস্ট অফিস ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের জটিল আইনসহ চার শতাধিক আইন বাংলা ভাষায় জনবান্ধব ও সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে নির্ভুল তথ্যপ্রাপ্তি আরো দ্